ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৩৬ ● কলকাতা ● ০৯ ভাদ্র, ১৪৩০ ● রবিবার ● ২৭ আগস্ট, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

এত বছর পর দাম্পত্যের যে গোপন কথা ফাঁস করলেন কারিনা

পৃঃ ৫

সবার জন্য খোলা রয়েছে বিশ্বকাপের দরজা: কেন বললেন রোহিত?

পৃঃ ৬

জল জীবনে প্রকল্পে

পিছিয়ে পশ্চিমবঙ্গ

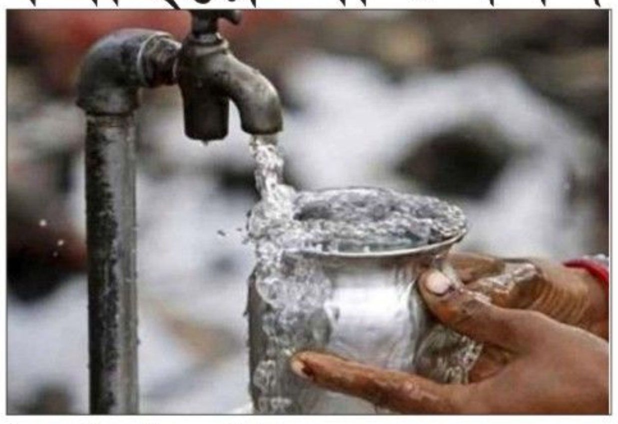

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগামী বছর লোকসভা নির্বাচনের আগে গ্রামে প্রতি পরিবারে নলবাহিত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া যাবে কি? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই লক্ষ্যপূরণের সম্ভাবনা নিয়ে সংশয়ে কেন্দ্রই। কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রক এ জন্য পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড ও রাজস্থান, এই তিন বিরোধী শাসিত রাজ্যকেই দায়ী করছে। কারণ, পশ্চিমবঙ্গ-সহ এই তিনটি রাজ্যে এখনও গ্রামের অর্ধেক পরিবারে নলবাহিত জল পৌঁছে দিতে পারেনি।

বিরোধীদের আশঙ্কা, প্রধানমন্ত্রী নিজের লক্ষ্য পূরণ না হওয়ার জন্য লোকসভার প্রচারে গিয়ে রাজস্থানের কংগ্রেস সরকার, পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকার ও ঝাড়খণ্ডের হেমন্ত সরেন সরকারকে দোষারোপ করতে পারেন। বিরোধীদের অভিযোগ, বাস্তবে বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশের মতো বড় রাজ্যে এখনও ৬০ শতাংশ লক্ষ্য পূরণ হয়নি। একই হাল অসমেও। এখনও পর্যন্ত শুধুমাত্র গুজরাত, পঞ্জাব, হিমাচল, হরিয়ানা ও তেলঙ্গানায় শতকরা একশো ভাগ পরিবারে নলবাহিত জল পৌঁছেছে। গুজরাত, পঞ্জাবের মতো রাজ্য আগে থেকেই এগিয়ে ছিল।

কেন্দ্রীয় সরকারি সূত্রের বক্তব্য, ২০২৪-এর মার্চের মধ্যে ১০০% পরিবার না হলেও দেশের ৭৫% গ্রামীণ পরিবারে জল পৌঁছে যাবে। বাকি কাজ আগামী বছর ডিসেম্বরের মধ্যে

এরপর ৩ পাতায়

বিরোধী মহাজোটে যোগ দিতে চায় আরও ৯টি দল!

২৬ থেকে বেড়ে ৩৫ হবে 'ইন্ডিয়া

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তৃতীয় বৈঠকে শক্তি বাড়ছে ইন্ডিয়ার। মহারাষ্ট্রের আরও একটি দল যুক্ত হচ্ছে বিরোধী মহাজোটে। আরও ৮টি দল 'ইন্ডিয়া'র অন্তর্ভুক্ত হয়ে চায় বলে জানিয়েছে। তবে কি মুম্বইয়ের বৈঠকেই ২৬ থেকে বেড়ে ৩৫ হবে ইন্ডিয়া। বেঙ্গালুরুর বৈঠকে ২৬টি দল একত্রিত হয়ে ইন্ডিয়া জোট গড়ে তুলেছিল।৩১ অগাস্ট সন্ধ্যা সাতটায় নৈশভোজের আয়োজন করা হয়েছে। তারপর পরদিন ১১টায় সমস্ত বিরোধ দলের নেতারা বৈঠকে বসবেন। এদিন অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি ও জোটের লোগো নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে। আর সেইসঙ্গে জাতীয় আহ্বায়ক নির্বাচিত করা হবে। ২৬টি দলের ৮০ জন নেতা ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন।

উপস্থিত থাকবেন নতুন অন্তর্ভুক্ত দলের নেতারাও। এই জোট বৈঠকে শামিল হবেন বিরোধী শাসিত রাজ্যের পাঁচজন মুখ্যমন্ত্রীরাও। এবারের বৈঠকের আয়োজন করছে মহারাষ্ট্রের মহাবিকাশ আগাড়ি। এটি বিরোধী জোটের তৃতীয় বৈঠক। প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল পাটনায়। আর দ্বিতীয় বৈঠক হল বেঙ্গালুরুতে।ইন্ডিয়া জোটের তৃতীয় বৈঠকের মঞ্চ গড়ে উঠছে মুম্বইয়ে।জোটে আরও কিছু নতুন দল যোগ দেবে বলে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল তৃতীয় বৈঠকের আগে, তা সত্যি করে ৩১ অগাস্ট মুম্বই বৈঠকে যোগ দিতে চলেছে মহারাষ্ট্রেক কৃষক সংগঠনের। এবারের বৈঠকের কেন্দ্রবিন্দু ইন্ডিয়া জোটের জাতীয় আহ্বায়ক নির্বাচন।

২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে এনডিএ তথা বিজেপির বিরুদ্ধে যৌথ লড়াই দেওয়ার উদ্দেশে বিরোধীরা সবাই মিলিত হয়েছেমন একটি মঞ্চে। সেই মঞ্চের নাম হল ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়ার মঞ্চ থেকে ইন্ডিয়ার হয়ে লড়াই করতে শামিল হয়েছে ২৬টি

এরপর ৩ পাতায়

রুজিরার দুটি ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট

বাজেয়াপ্ত করল ইডি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দু 'দিন আগেই লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের অফিসে হানা দেন ইডির অফিসাররা। নিউ আলিপুরের লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের অফিসে তল্লাশি চালান। আর রুজিরা নারুলা বন্দ্যোপাধয়ায়ের দু'টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের স্টেটমেন্ট বাজেয়াপ্ত করেন। ইডির সিজার লিস্ট অনুযায়ী, ওই অফিসের তিনটি ডেস্কটপের নথি খতিয়ে দেখে দু'টি কম্পিউটারের হার্ড ডিস্ক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে এখান থেকেই মিলেছে, আলিপুর এবং বিষ্ণুপুরে থাকা বেশ কিছু জমির দলিল। এই সংস্থার এখনকার এক ডিরেক্টরকে প্রাক্তন এক ডিরেক্টরকে অনেকটা স্থাবর সম্পত্তি দান করছেন। সেই নথিও হাতে এসেছে ইডির। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নথি এবং স্টেটমেন্টও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ইডি সূত্রে খবর, সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র সংস্থার জন্ম থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ডিরেক্টর পদে ছিলেন। সিওও পদেও ছিলেন। লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থার দফতরকে সামনে রেখে নিজের ব্যবসা সামলাতেন সুজয় কৃষ্ণ। সুজয়ের সংস্থা এসডি কনসালটেন্সিরও নথি মিলেছে। দুই সংস্থার আর্থিক লেনদেনের সূত্র ধরেই তল্লাশি চালানো হয়েছে।

আর কী জানা যাচ্ছে? ইতিমধ্যেই ইডি অফিসারদের নামে কলকাতা পুলিশের সাইবার থানায় অভিযোগ জানান সংস্থার কর্মী চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, ইডি অফিসারদের

এরপর ৩ পাতায়

পুণ্য কর্মে যোগ দিন

আপনি চাইলেই ভারতের বিখ্যাত কোনও মন্দিরের গায়ে নিজের নাম লেখাতে পারবেন না, কিন্তু বিশ্বমাতা মন্দিরে পারবেন। *

ঠাকুর শ্রীসমীরেশ্বরের আরাধ্যা দেবী বিশ্বমাতা দক্ষিণা কালীর

বিশ্বমাতা মন্দির তৈরী হচ্ছে

সম্পূর্ণ পাথরের তৈরী এই মন্দিরে লোহা, স্টিল ব্যবহৃত হচ্ছে না।

দেখতে হলে ট্রেনে বিশরপাড়া, বাসে মাইকেলনগর নামুন।

*Call 9883690383

ঠাকুর শ্রীশ্রী সমীর ব্রহ্মচারী বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ

১৯১ বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ রোড, তালপুকুর, ১৮ নং ওয়ার্ড, নিউ ব্যারাকপুর, কলকাতা-১৩১।

সারাদিন

কবিতা সংকলন

শ্রীমিতা

সম্পাদক: মৃত্যুঞ্জয় সরদার

লেখা পাঠানোর পদ্ধতিঃ-

১. স্রষ্টার লেখা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের মধ্যেই নির্বাচিত হবে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩ দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. লেখা হোয়াটসঅ্যাপ টাইপ অথবা ডকুমেন্ট করে পাঠাতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানাঃ-

6295314053

লেখা পাঠানোর সময় সীমাঃ-

২রা সেপ্টেম্বর, ২০২৩

আমাদের বৈশিষ্ট্যঃ-

১. Govt. Registered
২. ISBN allocated
৩. Online/Ofline selling

*[বি: দ্রঃ— বই প্রকাশ অনষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্য, অভিনয়, সঙ্গীত ও নৃত্য জগতের দিকপালেরা, এছাড়াও সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।]

**[বিঃ দ্রঃ— আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপারগ তাই একটি কপি বই প্রিবুক করার অনুরোধ জানাই।]

লোকসভা ভোটে কাঁথি ও তমলুক থেকে

লক্ষাধিক ভোটে তৃণমূলকে হারানোর চ্যালেঞ্জ শুভেন্দুর

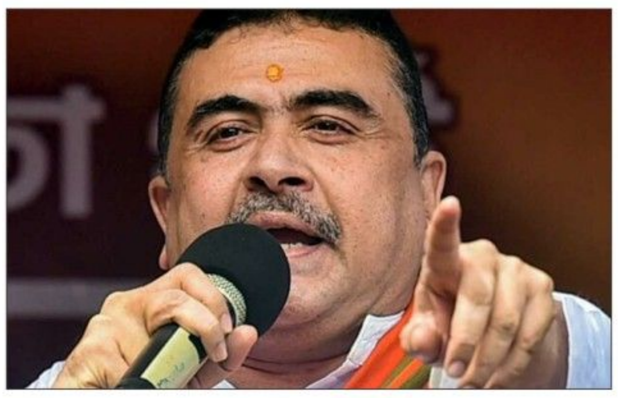

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচন। পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি এবং তমলুক লোকসভা কেন্দ্র এখনও খাতায় কলমে তৃণমূলের দখলে। তবে আগামী বছর লোকসভা ভোটে এই দুটি আসনেই তৃণমূল লক্ষাধিক ভোটে পরাজিত হবে বলে দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ।শুভেন্দুর এদিনের সভাকে ঘিরে পুলিশি নিরাপত্তা ছিল চোখে পড়ার মতো। মানুষের উপস্থিতিও ছিল নজরকাড়া। বস্তুত, ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে, জানিয়ে শুভেন্দুর এদিনের সভাকে প্রথমে অনুমতি দেয়নি পুলিশ। প্রতিবাদে পুলিশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা। পুলিশের আপত্তি নাকচ করে বিরোধী দলনেতার সভা করার অনুমতি দেন বিচারপতি। একই সঙ্গে শুভেন্দুর সভার নিরাপত্তা জেলা পুলিশকে সুনিশ্চিত করারও নির্দেশ দিয়েছিল আদালত।ওই মঞ্চ থেকে শুভেন্দুর হুঁশিয়ারি, 'গত লোকসভা ভোটে কাঁথি এবং তমলুক কেন্দ্রে লক্ষাধিক ভোটে পিছিয়ে ছিল বিজেপি। ২৪ এর লোকসভা ভোটে উলটো হবে। কাঁথি এবং তমলুক থেকে বিজেপি জিতবে, দুটি জায়গা থেকেই লক্ষাধিক ভোটে হারবে তৃণমূল।'

প্রসঙ্গত, কাঁথি এবং তমলুক দুটি লোকসভা কেন্দ্রে এই মুহূর্তে অফিসিয়ালি তৃণমূলের দুই সাংসদের একজন শিশির অধিকারী, অপরজন সৌমেন্দু অধিকারী। তাঁরা সম্পর্কে শুভেন্দুর বাবা ও ভাই। আগামী বছর তাঁরাই সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র থেকে বিজেপির টিকিটে লড়বেন কি না, তা অবশ্য এদিন স্পষ্ট করেননি শুভেন্দু। তবে সংশ্লিষ্ট দুটি কেন্দ্রে বিজেপির জয় সুনিশ্চিত করতে এখন থেকেই যে তিনি মাঠে নেমে পড়েছেন, এদিন তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন শুভেন্দু। চব্বিশের লোকসভা ভোটে মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি ৪০০ আসনে জিতে সরকার গঠন করবে বলেও দাবি করেন বিরোধী দলনেতা।আমাদের মাটি মোদীজির ঘাঁটি' স্লোগান দিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বসিয়ে রেখে চটি পরা পুলিশ, সিভিক ভলান্টিয়ারকে দিয়ে ভোটের নামে প্রহসন হয়েছে। তাসত্ত্বেও চোরেদের আমরা পঞ্চায়েতে কিছুটা হলেও উতখাত করতে পেরেছি। ৮৪ জন প্রধান এই জেলায় আমাদের হয়েছে, ১৪টা জেলা পরিষদ আসনে আমরা জিতেছি। যদি সব বুথে ভোট হত, বাক্স বদলাতে না পারতো তাহলে আমরা আরও ভাল ফল করতাম।' এখনই অবাধ ভোট হলে জেলার অন্তত ৩০টি জেলা পরিষদে বিজেপি জিতবে বলেও দাবি করেন শুভেন্দু।

মহাশূন্যে কবে যাচ্ছেন

ভারতীয় মহাকাশচারীরা ? গগনযান নিয়ে বড় আপডেট দিলেন ইসরো প্রধান

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : চন্দ্রযান-৩ এর সাফল্যের হাত ধরেই ইতিহাসের পাতায় নাম লিখিয়েছে ভারত। রাশিয়া, আমেরিকা ও চিনের পর ভারত চতুর্থ দেশ, যারা চাঁদের মাটিতে পা রাখল। চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণের ক্ষেত্রে আবার 'ফার্স্ট বয়' ভারতই। চন্দ্রযানের এই সাফলেয় ইসরো-কে সাধুবাদ জানিয়েছে গোটা বিশ্ব। এদিকে, এ দিনই কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং একটি সংবাদমাধ্যমের অনুষ্ঠানে বলেন, "আগামী অক্টোবর মাসের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহেই ইসরো গগনযান প্রকল্পের ট্রায়াল শুরু করবে। গগনযান প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপে যন্ত্রমানবী পাঠানো হবে। এই যন্ত্রমানবীর নাম ব্যোম মিত্র।"

তিনি বলেন, "গগনযান প্রকল্প করোনা পয়ান্ডেমিকের কারণে পিছিয়ে গিয়েছিল। আমরা অক্টোবরের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহেই এই প্রকল্পের প্রথম ধাপ পূরণ করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। মহাকাশে মানব

এরপর ৩ পাতায়

আধার কার্ড ছাড়া ১০০ দিনের কাজ নয়!

কেন্দ্রের সিদ্ধান্তে উঠছে আপত্তি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : একশো দিনের কাজে আধার নম্বর ভিত্তিক মজুরি চালুর সময়সীমা ৩১ আগস্টের পর আর বাড়ানো হচ্ছে না। অর্থাত, ১ সেপ্টেম্বর থেকেই নয়া ব্যবস্থা কার্যকর হয়ে যাবে। এদিকে, কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারের এই সিদ্ধান্তে বিভিন্ন মহল থেকে আপত্তি উঠতে শুরু করছে।মন্ত্রকের এক কর্তা বলেছেন, আধার-ভিত্তিক মজুরি প্রদান নিয়ে সমস্ত রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। আমরা সব রাজ্যকে জানিয়ে দিয়েছি যে এই পদ্ধতি কার্যকরে আর সময়সীমা বাড়ানো হবে না, কারণ আধার-ভিত্তিক মজুরি প্রদান কার্যকরের জন্য তারাও যেন আগামী কয়েকদিনের মধ্যে এর জন্য প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে।' মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট (এমজিএনআরইজিএ) পোর্টাল অনুযায়ী, সময়সীমা শেষ হওয়ার এক সপ্তাহ আগে পর্যন্ত প্রায় ১৯.৪ শতাংশ বা ২.৭৭ কোটি শ্রমিক তাদের অ্যাকাউন্ট আধার যুক্ত করেননি।

একশো দিনের কাজ প্রকল্পের শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করা সমাজকর্মীরা অবশ্য কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তকে 'অবৈধ' বলে অভিহিত করে বলেছে যে এর ফলে কেবল আরও বেশি জব কার্ড মুছে যাবে এবং দরিদ্র মানুষ কাজ থেকে বঞ্চিত হবে। এনরেগা সংগ্রাম মোর্চা ওই ব্যাপারে আলোচনার জন্য শুক্রবার একটি বৈঠকও করেছে। সেখানে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে তারা এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রককে চিঠি দেবে।এর কারণ হিসাবে বলা হচ্ছে, একদিকে এখনও পর্যন্ত প্রায় তিন কোটি একশো দিনের কাজ প্রকল্পে নথিভুক্ত শ্রমিকের জবকার্ড আধার নম্বর যুক্ত করা যায়নি। তাছাড়া, কেন্দ্র সরকারের এই সিদ্ধান্ত অবৈধ। কারণ, এভাবে বহু জবকার্ড বাতিল হয়ে যাবে। ফলে অনেক প্রকৃত শ্রমিক কাজ হারাবে।

কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, সঠিক উপভোক্তারা যাতে মজুরির টাকা পান, তা নিশ্চিত করতে গত জানুয়ারিতেই আধার-ভিত্তিক মজুরি প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্র। ইতিমধ্যেই চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও জুনে তিন দফায় এই পদ্ধতি কার্যকরের সময়সীমা বৃদ্ধি হয়েছে। চতুর্থ দফায় তা ৩১ আগস্ট পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, একশো দিনের কাজের ৯০ শতাংশ শ্রমিকের অ্যাকাউন্ট ইতিমধ্যেই আধার নম্বরের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। তাই সময়সীমা আর বাড়ানো হবে না।

সমবায় দুর্নীতির অভিযোগ উঠল সোনারপুরে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সমবায় দুর্নীতির অভিযোগ উঠল সোনারপুরে। লাঙলবেড়িয়া অঞ্চল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের যে সমবায় ব্যাঙ্ক, সেখানেই ১০ কোটি টাকা আর্থিক তছরুপের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, এই সমবায় ব্যাঙ্ক আমানতকারীদের জমানো টাকা ফেরাচ্ছে না। গত ৬ মাস ধরে ব্যাঙ্কের ৬ হাজার ৩১৯ জন গ্রাহক তাঁদের জমানো টাকা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। এক আমানতকারীর বক্তব্য, "আমরা বিভিন্ন দফতরে চিঠি দিয়েছি যাতে সৌগত চক্রবর্তীকে না সরানো হয়। আমরা শুনতে পাচ্ছি ওনাকে বদলি করানোর চক্রান্ত চলছে।" আমানতকারীদের বক্তব্য, পুলিশের উপর তাদের আস্থা নেই। বিডিও জানিয়েছিলেন, তিনি এখনও কোনও ব্যবস্থা নেননি বলেও দাবি তাঁদের।বারবার জানানোর পরেও কোনও সুরাহা হয়নি। আমানতকারীদের দাবি, বিডিও অফিস থেকে আরম্ভ করে মহকুমাশাসকের দফতর, সর্বত্রই বিষয়টি তাঁরা জানিয়েছেন। গ্রাহকদের আরও অভিযোগ, অডিট করার নামে প্রহসন চলছে। এরমধ্যে সমবায়ের যিনি স্পেশাল অফিসার ছিলেন সৌগত চক্রবর্তী তাঁকে বদলিরও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে দাবি আমানতকারীদের।

শনিবার এই অভিযোগগুলিকে সামনে রেখে সমবায় অফিসের সামনে বিক্ষোভ ও পরে বারুইপুর কামালগাজি বাইপাস রোড অবরোধ করেন গ্রাহকরা। এই ঘটনায় তারা সিবিআই ও ইডি তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। এটা একটা বৃহত্তর ষড়যন্ত্র বলেও দাবি তাঁদের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বারুইপুর ও সোনারপুর থানার পুলিশ। এরপর পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ ওঠে। তবে এই ঘটনায় ১৫ দিনের মধ্য ব্যবস্থা না নিলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন গ্রাহকরা।

এ প্রসঙ্গে সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায় বলেন, "আমাদের কাছে খবর আসার পরই আমরা যা ব্যবস্থা নেওয়ার নিয়েছি। যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তাদের সম্পত্তি বিক্রি করে হলেও টাকা ফেরাতে বলেছি। লাঙ্গলবেড়িয়া সমবায় সমিতিতে যে সম্পত্তি আছে, তাদের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে এই গ্রাহকদের টাকা ফেরাতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছি।"

যাদবপুরে 'সেনা পোশাক' বিতর্ক:

অভিযুক্ত সংস্থার কর্ণধারকে গ্রেপ্তারির নির্দেশ কলকাতা পুলিশের

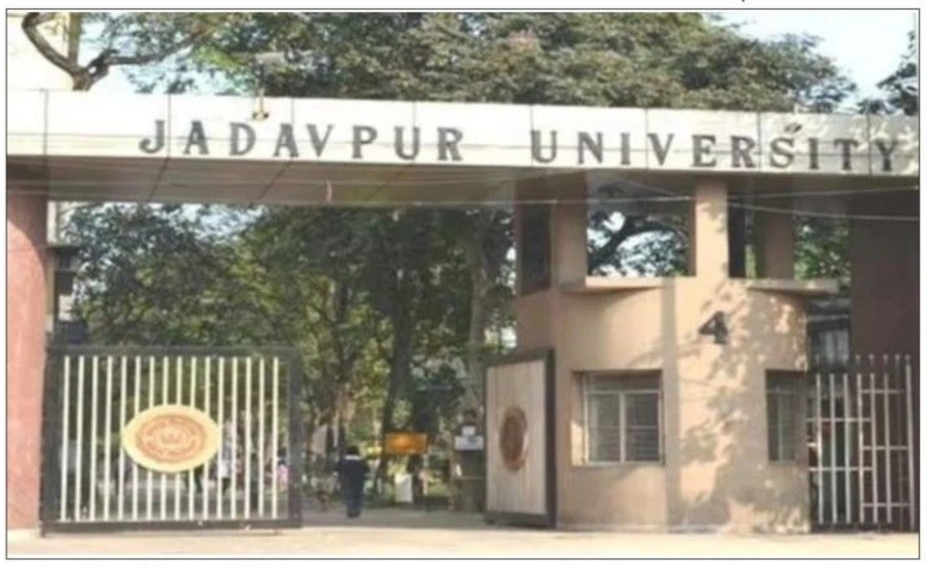

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সেনার পোশাক, টুপিতে অজ্ঞাতপরিচয় কয়েকজন যুবক-যুবতী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার ঘটনায় এবার গ্রেপ্তারির নির্দেশ দিল কলকাতা পুলিশ । 'এশিয়ান হিউম্যান রাইট সোসাইটি' নামে যে সংস্থার তরফে তাঁরা যাদবপুরে ঢুকেছিল, সেই সংস্থার কর্ণধার কাজি সাদিক হোসেনকে গ্রেপ্তার করতে হবে।সেনার পোশাক ব্যবহার করে এমন একটি ঘটনার বিষয়ে জানতে চেয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন ও উপাচার্যকে ডেকে পাঠিয়েছিল পুলিশ। পাশাপাশি তদন্তে 'এশিয়ান হিউম্যান রাইট সোসাইটি'র নাম উঠে আসায় সেখানকার 'স্বঘোষিত' কর্ণধার কাজী সাদিক হোসেনকে থানায় হাজিরা দেওয়ার নোটিস পাঠানো হয় পুলিশের তরফে। কিন্তু তিনি সেই নোটিস উপেক্ষা করে ২ দিন থানায় হাজিরা না দেওয়ায় শনিবার বিকেলে গ্রেপ্তারির নির্দেশ দেয় কলকাতা পুলিশ।তাঁর বিরুদ্ধে তদন্তে অসহযোগিতার অভিযোগে গ্রেপ্তারির নির্দেশ দিয়েছে। ঘটনার তদন্তে কাজি সাদিক হোসেনকে শুক্রবার যাদবপুর থানায় তলব করে নোটিস পাঠানো হয়। কিন্তু ২ দিন পরও তিনি থানায় হাজিরা না দেওয়ায় এবার গ্রেপ্তারির নির্দেশ দেওয়া হল।

গত বুধবার সেনার পোশাকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ঢুকে পড়েছিল একদল যুবক-যুবতী। তাঁরা নিজেদের একবার রাষ্ট্র সংঘের বিশ্ব শান্তিরক্ষা বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবী, একবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীন বাহিনী বলে দাবি করে। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঢুকে যাদবপুরের র‍্যাগিং সংস্কৃতি শেষ করতে চায় বলেও দাবি করে তারা। পরে জানা যায়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক বা বিশ্ব শান্তিরক্ষা বাহিনী দূর অস্ত, দক্ষিণ ২৪ পরগনার এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য তারা। এরপরই প্রশ্ন ওঠে, সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত না থাকা সত্ত্বেও কীভাবে সেনার পোশাক, 'ভারতীয় সেনা' লেখা টুপি এল তাদের কাছে? কীভাবেই বা ক্যাম্পাসে ঢুকল? এনিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়।

বাংলার 'এই' দুটি সিরিয়ালের টাইটেল সংয়ের

কথা ও সুর দিয়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার অন্যতম পরিচয় তৃণমূল সুপ্রিমো হিসেবে। তবে আরেক রূপেও তিনি সমানভাবে সমাদৃত। তা হল শিল্পী রূপে। কবিতা লেখা, আঁকা, গান লেখা, সবেতেই পারদর্শী। এককথায় যিনি রাঁধেন, তিনি চুলও বাঁধেন', এর অন্যতম প্রকৃষ্ট উদাহরণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।বরাবরই সিরিয়াল দেখতে পছন্দ করেন মুখ্যমন্ত্রী। টেলিপাড়ার তারকাদের সাথেও বেশ বন্ধুত্ব তার। আর সেই ভালোবাসা থেকেই বেরিয়ে আসে সুর। জানিয়ে রাখি বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় দুই ধারাবাহিক 'দেশের মাটি' ও 'গুড্ডি' যে দুই ধারাবাহিক নিয়ে মাতোয়ারা লক্ষ লক্ষ মানুষ, সেই সিরিয়ালের টাইটেল সংয়ের কথা ও সুর দিয়েছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী।তবে এসবের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী যে একাধারে সুরকারও তা কজন জানেন? আজ্ঞে হ্যাঁ। একেবারেই ঠিক শুনছেন। প্রসঙ্গত, প্রতিবারের ন্যায় এবারেও অনুষ্ঠিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ টেলি অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড (Tele Academy Awards 2023)। সকাল থেকে সন্ধ্যা, নিত্যদিন আমাদের ড্রয়িংরুম আলোয় আনন্দে ভরিয়ে তোলেন যারা, তাদের সম্মান দেওয়ার জন্য বৃহস্পতিবার এক মেগা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার ।

লক্ষ্মীবারের সেই অনুষ্ঠানের মঞ্চজুড়ে যেন চাঁদের হাট। কত বড় মাপের পুরোনো তারকারা। আবার নতুনদের উপস্থিতিও ম-ম করছে। মিউজিক-গানে জমজমাট সেই অনুষ্ঠান। সন্ধের সেই অনুষ্ঠানে আলাদা মাত্রা যোগ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতি। প্রতি বছরের মতো এবারেও টেলি তারকাদের ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন তিনি।

আর শুধুমাত্র যে পুরস্কার দেওয়ার জন্যই তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন তেমনটা কিন্তু নয়। দায়িত্বের পাশাপাশি রয়েছে ভালোবাসা ও মনের গভীর টান। ষ্টার জলসা থেকে জি, বাংলার প্রতিটি ধারাবাহিকের নাম একেবারে ঠোঁটের ডগায় মুখ্যমন্ত্রীর। সাথেই তুলে ধরলেন পছন্দের সিরিয়ালের তালিকাও।

বরাবরই সিরিয়াল দেখতে পছন্দ করেন মুখ্যমন্ত্রী। টেলিপাড়ার তারকাদের সাথেও বেশ বন্ধুত্ব তার। আর সেই ভালোবাসা থেকেই বেরিয়ে আসে সুর। জানিয়ে রাখি বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় দুই ধারাবাহিক 'দেশের মাটি' ও 'গুড্ডি' যে দুই ধারাবাহিক নিয়ে মাতোয়ারা লক্ষ লক্ষ মানুষ, সেই সিরিয়ালের টাইটেল সংয়ের কথা ও সুর দিয়েছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী।

আর এই প্রেক্ষিতেই অনুষ্ঠানের সোনালি সন্ধ্যায় 'অনন্য টেলি সম্মানে' ভূষিত হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও বাংলা ধারাবাহিকে নিজের সেই অবদানের জন্য পুরস্কার গ্রহণ করতে চাননি মুখ্যমন্ত্রী। তার নাম ঘোষণা করতেই পুরস্কার না নিয়েই মঞ্চ থেকে নেমে পড়েন তিনি। সেই মুহূর্তের ভিডিও বর্তমানে বেশ ভাইরাল।

১-ম পাতার পর

রুজিরার দুটি ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট বাজেয়াপ্ত করল ইডি

নিয়ন্ত্রণে দফতরের যে কম্পিউটার গুলি ছিল সেখান থেকে ১৬টি ফাইল ডাউনলোড করা হয়। সেগুলি লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের সঙ্গে জড়িত নয়। কলকাতা পুলিশ অভিযোগ খতিয়ে দেখছে। বাজেয়াপ্ত দুটি হার্ড ডিস্ক ও মোবাইল থেকে তথ্য উদ্ধার করতে সেন্ট্রাল ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। এবার ইডি তলব করেছে চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়কে। অনেক নথির মধ্যে রয়েছে একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কের মধ্য কলকাতা শাখায় রুজিরা নারুলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের স্টেটমেন্ট। ১৪২ পাতার স্টেটমেন্ট বাজেয়াপ্ত করেছেন তদন্তকারীরা।

এদিকে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকুর থেকে উদ্ধার হওয়া নথির ভিত্তিতে ২১ অগস্ট ১৮ ঘণ্টা নিউ আলিপুরের লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের অফিসে তল্লাশি চালানো হয়। সিজার লিস্ট অনুযায়ী, ওই সংস্থার ২০১৭ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত হিসাবের নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস তৈরির আগে এই সংস্থার নাম ছিল অনিমেষ ট্রেড লিঙ্ক। এই সংস্থা কিনে নেওয়ার পর নাম বদলে হয় লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস। ওই কেনা-বেচা সংক্রান্ত নথিও বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি।

১-ম পাতার পর

জল জীবনে প্রকল্পে পিছিয়ে পশ্চিমবঙ্গ

সেরে ফেলা হবে। যাতে ভোটের আগে না হলেও অন্তত ২০২৪-এ লক্ষ্য পূরণের প্রতিশ্রুতি পূরণ করা যায়। এই তিন রাজ্যের মধ্যে আবার পশ্চিমবঙ্গ সব থেকে পিছিয়ে। অথচ এই প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গকে চাহিদা মতোই অর্থ জোগানো হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দাবি, ২০২৪-এর মার্চের মধ্যেই রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের সব পরিবারে জল পৌঁছে যাবে।

২০১৯-এর ১৫ অগস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঢাকঢোল পিটিয়ে 'জল জীবন মিশন' শুরু করেছিলেন। ৩ লক্ষ ৬০ হাজার কোটি টাকার এই প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল, 'হর ঘর জল' বা ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের আগে গ্রামের সমস্ত পরিবারে নলবাহিত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া। যাতে লোকসভা ভোটে তার ফায়দা তোলা যায়। সেই সময়ে দেশের ১৯ কোটি ২২ লক্ষ গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে মাত্র ৩ কোটি ২৩ লক্ষ পরিবার নলবাহিত পানীয় জল পেত। কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের হিসেব অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে ১২ কোটি ৯২ লক্ষ গ্রামীণ পরিবারে জল পৌঁছে গিয়েছে। ৬৭.২ শতাংশ লক্ষ্য পূরণ হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ১ কোটি ৭৩ লক্ষ গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে ৬৪ লক্ষ ৮৪ হাজার পরিবারে নলবাহিত জল পৌঁছেছে। মাত্র ৩৭.৩৯ শতাংশ লক্ষ্য পূরণ হয়েছে। ঝাড়খণ্ডে ৪০ শতাংশ মতো, রাজস্থানে ৪৩ শতাংশ মতো পরিবারে জল পৌঁছেছে। জলশক্তি মন্ত্রকের শীর্ষকর্তার অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যগুলির জন্যই নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে লক্ষ্য পূরণ হবে না কী বলছে নবান্ন? রাজ্য সরকারের জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায় বুধবারই বিধানসভায় বলেছেন, ২০২৪-এর মার্চের মধ্যে সব পরিবারেই নলবাহিত জল পৌঁছে যাবে। রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর ও পঞ্চায়েতগুলি একসঙ্গে কাজ করছে। কেন্দ্র অর্ধেক খরচ দিচ্ছে। বাকি খরচ রাজ্যের। মন্ত্রী এই দাবি করলেও রাজ্য প্রশাসন সূত্রের খবর, জল জীবন মিশনের কাজ রাজ্যে শুরু হতেই দেরি হয়েছে। তারপরে রাজ্য নিজের মতো প্রকল্পের নাম জলস্বপ্ন রেখে দেওয়ায় তা নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়। তবে একশো দিনের কাজ বা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকা আটকে থাকলেও এই প্রকল্পের টাকা কেন্দ্র দিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আগামী বছর মার্চের মধ্যে লক্ষ্যপূরণ হওয়া কঠিন বলেই মনে করা হচ্ছে।

১-ম পাতার পর

বিরোধী মহাজোটে যোগ দিতে চায় আরও ৯টি দল! ২৬ থেকে বেড়ে ৩৫ হবে 'ইন্ডিয়া

দল। ২৬টি দলের সঙ্গে আরও একটি দল অন্তর্ভুক্ত হতে চলায় তা অচিরেই ২৭-এ পরিণত হবে। এছাড়া মহাজোটে আরও আটটি দল যোগ দিতে চায়। তার মধ্যে রয়েছে তিনটি অসমিয়া দল এবং পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশের একটি করে দল রয়েছে। আর তিনটি দল নিয়ে স্পষ্ট করা হয়নি এখনও। ৩১ অগাস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর মুম্বইয়ে যে বৈঠক হবে, সেই বৈঠকের আগে স্বভাবতই ইন্ডিয়া জোটে কোন কোন দল শামিল হবে, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চাপা গুঞ্জন রয়েছে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ধার বস্তা বস্তা মদের বোতল, কর্মীরা বললেন এবার তাও কম

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেও মদ ও মাদকের যে অবাধ বিচরণ ছিল তার ফের একবার টের পাওয়া গেল শনিবার। এদিন সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের ভিতরে ওপেন এয়ার থিয়েটার পরিষ্কার করতে গিয়ে পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা দেখলেন সেখানে পড়ে রয়েছে বস্তা বস্তা মদের বোতল। এই খবর পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ বললেন, 'আমি দায়িত্ব নেওয়ার আগে কী হয়েছে বলতে পারব না। এই নিয়ে প্রশ্নের মুখে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ বলেন, 'আমি দায়িত্ব নেওয়ার আগে কী হয়েছে তা বলতে পারব না। সেটা তখনকার কর্তৃপক্ষ বলতে পারবেন। তবে আপনারা নিশ্চই বুঝতে পারছেন নিরাপত্তার প্রয়োজন কেন? রাজ্যপালও বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন। কী ভাবে প্রযুক্তি ব্যবহার করে যাদবপুরে মাদকের প্রবেশ রোখা যায় তা খতিয়ে দেখতে বলেছেন তিনি'।

তিনি আরও জানান, সিসিটিভি লাগানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি জায়গাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের চারটি দরজায় সিসিটিভি বসবে। সঙ্গে আরও কয়েকটি জায়গায় ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। গত ৯ অগাস্ট মেইন হস্টেলে প্রথম বর্ষের ছাত্রের রহস্যমৃত্যুর পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে মদ ও মাদক সেবনের একাধিক প্রমাণ সামনে এসেছে। ওই ঘটনার পর শনিবার প্রথবারের জন্য ওপেন এয়ার থিয়েটার সাফাই করতে যান পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা। সেখানে গিয়ে দেখেন, পড়ে রয়েছে বস্তা বস্তা মদ ও বিয়ারের বোতল।

এক পরিচ্ছন্নতাকর্মী জানান, প্রতি মাসে একবার করে ওপেন এয়ার থিয়েটার সাফাই হয়। এটা নতুন কিছু নয়। প্রতি মাসেই এখান থেকে বস্তা বস্তা বিয়ারের বোতল উদ্ধার হয়। এবার বরং একটু কম হয়েছে।

মানবিক মোদি, বক্তৃতা থামিয়ে অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ফের প্রকাশ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মানবিক মুখ। অসুস্থ ব্যক্তির দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন তিনি। শুশ্রূষায় নিজের মেডিক্যাল টিমকেই নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী। আজ গ্রিস থেকে ফিরেই বেঙ্গালুরুতে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থায় (ইসরো) পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী। চন্দ্রযান-৩-এর সাফল্যে বিজ্ঞানীদের শুভেচ্ছা জানান তিনি। ইসরোর 'টেলিমেট্রি ট্র্যাকিং অ্যান্ড কমান্ড নেটওয়ার্ক মিশন কন্ট্রোল কমপ্লেক্স' থেকে এদিন মোদি জানান, যে জায়গায় চন্দ্রযান-৩-এর ল্যান্ডার বিক্রম নেমেছিল তার নাম 'শিবশক্তি' রাখা হয়েছে। চন্দ্রযান-২-এর ল্যান্ডার যেখানে আছড়ে পড়েছিল সেই জায়গার নাম 'তিরঙ্গা পয়েন্ট' রাখা হয়েছে বলে ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী। শনিবার দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিকস সামিট সেরে ভারতে ফেরেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গ্রিস থেকে সরাসরি বেঙ্গালুরু চলে যান তিনি। ইসরোর বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানান মোদি। তারপরই ফিরে আসেন রাজধানীতে। চন্দ্রযান ৩-এর ঐতিহাসিক সাফল্য লাভের আনন্দে দিল্লি বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন অনেকেই। সূচি মতে, বিমানবন্দরের পাশেই সভামঞ্চে বক্তব্য রাখছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তখনই তিনি লক্ষ্য করেন, ভিড়ের মাঝে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সময় নষ্ট না করে দ্রুত অসুস্থ ব্যক্তির শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেন তিনি। নিজের চিকিৎসক দলকে নির্দেশ দেন অসুস্থের চিকিৎসা করার। পরে জানা যায় গরমের কারণে সেই ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

অসুস্থের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন মোদি। এদিন তিনি বলেন, 'দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিকস সামিটে থাকাকালীন চাঁদের বুকে সফল অবতরণ করে চন্দ্রযান ৩। এই সাফল্যের জন্য আমি অনেক শুভেচ্ছাবার্তা পেয়েছি। গোটা বিশ্ব আমাদের অভিনন্দন জানিয়েছে।'

বাংলাদেশ, পাকিস্তান ছাড়াও পৃথিবীর কোন দেশ গুলি প্রচুর পরিমানে যুদ্ধাস্ত্র ক্রয় করছে?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : অস্ত্র আমদানি : কোন দেশের অবস্থান কোথায়? গত পাঁচ বছরে এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে অস্ত্র আমদানি। অঞ্চলগুলোতে যুদ্ধ, উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করার কারণে এমনটি ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অস্ত্র তৈরিতে এখনও সেভাবে পারদর্শী না হওয়ায় বেশিরভাগ অস্ত্রই ভারতবর্ষকে বিদেশ থেকে ক্রয় করতে হয়। সৌদি আরবের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছে ব্রিটেনের। চুক্তি অনুসারে, সৌদি আরবকে ৪৮টি ইউরোফাইটার টাইফুন যুদ্ধবিমান ও সামরিক যন্ত্রিপাতি তৈরিকারক বিএই সিস্টেম সরবরাহ করবে যুক্তরাজ্য।

যদিও চুক্তিটি ব্রিটেনসহ বিশ্বজুড়ে সমালোচিত হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য থাকলেও, এশিয়া ও ওশেনিয়ায় সবচেয়ে বৃহত অস্ত্র সরবরাহকারীর স্থান নিজেদের দখলে রেখেছে রাশিয়া। গত পাঁচ বছরে পুরো বিশ্বের মোট অস্ত্র আমদানির ৪২ শতাংশই এই অঞ্চলগুলোতে হয়েছে। আর বিশ্বে একক দেশ হিসেবে সবচেয়ে বেশি অস্ত্র আমদানি করেছে ভারত। ভারতে আমদানিকৃত অস্ত্রের ৬২ শতাংশই আসে রাশিয়া থেকে। সিপরির হিসাব অনুসারে, যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতে অস্ত্র সরবরাহের পরিমাণও কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের মতে এক পাশে পাকিস্তান ও অন্য পাশে চীনের সঙ্গে উত্তপ্ত অবস্থা থাকায় ভারতে প্রধান অস্ত্র আমদানির চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্য দিকে চীন নিজের প্রয়োজনীয় অস্ত্র নিজেই তৈরি করতে পারছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও মায়ানমারকে অস্ত্র সরবরাহ করছে চীন বর্তমানে। আর সেই কারনে বিশ্বের সবচেয়ে বড় অস্ত্র আমদানিকারক দেশ বর্তমানে ভারতবর্ষই।

স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (সিপরি) এই গবেষণাপত্র অনুসারে, ২০১৩ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে সজ্জাতে জর্জরিত মধ্যপ্রাচ্যে অস্ত্র আমদানি দ্বিগুণ। এ ছাড়া বিশ্বে আমদানিকৃত মোট অস্ত্রের ৩২ শতাংশই আমদানি হয় মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে। এর মধ্যে সৌদি আরব হচ্ছে গত পাঁচ বছরে পুরো বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত অস্ত্র আমদানিকারক।

সিপরি একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি প্রতি পাঁচ বছরে পুরো বিশ্বে কী পরিমাণ অস্ত্র সরবরাহ হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করে থাকে, যাতে অস্থায়ী অস্থিরতা এড়ানো যায়। সংস্থাটির সম্প্রতি প্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে, ভারত বর্তমানে পুরো বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বড় অস্ত্র আমদানিকারক। এর পরে অবস্থান করছে সৌদি আরব। দেশটিতে রফতানি করা মোট অস্ত্রের ৬২ শতাংশই যায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে। ব্রিটেন থেকে যায় আরো ২৩ শতাংশ।

২ পাতার পর

মহাশূন্যে কবে যাচ্ছেন ভারতীয় মহাকাশচারীরা? গগনযান নিয়ে বড় আপডেট দিলেন ইসরো প্রধান

পাঠানোর মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ তাদের ফিরিয়ে আনাও। প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপে ব্যোম মিত্র নামক যন্ত্রমানবী পাঠানো হবে। ওই রোবট মানুষের সমস্ত কার্যকলাপ অনুকরণ করবে। যদি সবকিছু ঠিক থাকে, তবে আমরা মহাকাশে পাঠানোর সবুজ সঙ্কেত পাব।"তবে এই প্রশংসার বন্যা, আবেগে গা ভাসাচ্ছেন না ইসরোর বিজ্ঞানীরা। চন্দ্রযান-৩ এর চাঁদে অবতরণের পরই পরবর্তী মিশনের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ইসরো। চন্দ্রযানের পর এবার পালা গগনযানের। আগামী দু-এক মাসের মধ্যেই গগনযান প্রকল্পের প্রথম ধাপ সম্পূর্ণ করতে পারে ইসরো। এমনটাই জানালেন ইসরোর চেয়ারম্যান এস সোমনাথ। ইতিমধ্যেই প্রশিক্ষণ চলছে মহাকাশচারীদের। শুরু হয়েছে পরীক্ষামূলক প্রস্তুতিও।

চন্দ্রযান-৩ এর সাফল্যের পরই গগনযান নিয়ে আপডেট দিলেন ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশনের প্রধান এস সোমনাথ। তিনি জানান, ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। আগামী ২০২৫ সালের মধ্যেই মহাকাশে মানব পাঠাতে সফল হবে ইসরো।

তিনি জানান, আগামী সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসের গোড়াতেই গগনযান প্রকল্পের প্রথম ধাপ পূরণ করা হবে। এই ধাপে ক্রু মডিউলের কার্যকলাপ ও মহাকাশচারীরা কীভাবে মহাকাশযান থেকে বেরতে পারবেন, তার ক্ষমতা প্রদর্শন করবে। এর পরের ধাপে একাধিক টেস্ট মিশন পরিচালন করা হবে মূল ধাপে, যেখানে মহাকাশে মহাকাশচারীদের পাঠানো হবে, সেই ধাপে পা দেওয়ার আগে। ইসরো প্রধান এস সোমনাথ বলেন, "গগনযান প্রকল্পে তিনজন ভারতীয় মহাকাশচারীকে তিনদিনের জন্য পৃথিবীর কক্ষপথে পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে। ভারতের তৈরি মহাকাশযান এলভিএম৩-তে করে মহাকাশচারীদের মহাশূন্যে পাঠানো হবে।"

জানা গিয়েছে, ৪০০ কিলোমিটার উচ্চতায় মহাকাশে পাঠানো হবে তিন মহাকাশচারীকে। ইতিমধ্যেই তাদের স্পেসস্যুট বানাতে দেওয়া হয়েছে। মহাকাশে পাঠানোর তিনদিন পর ওই মহাকাশযান ভারত মহাসাগরে অবতরণ করবে। মহাকাশচারী বা নভোশ্চরদের যাতে নিরাপদভাবে পৃথিবীর বুকে ফিরিয়ে আনা যায়, তার পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলছে।

শুধুমাত্র গগনযানই নয়, আদিত্য এল-১ মিশন নিয়েও কথা বলেন ইসরোর প্রধান। তিনি জানান, আদিত্য এল -১ মিশনে সূর্যের কাছাকাছি পৌঁছনোর চেষ্টা করা হবে। আগামী সেপ্টেম্বরেই এই প্রকল্পের কাজ শুরু করা হতে পারে। আদিত্য এল-২ মিশন সূর্যের সবথেকে শেষ স্তর নিয়ে গবেষণা করবে।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২ বর্ষ ২৩৬ সংখ্যা ২৭ আগস্ট, ২০২৩ রবিবার ০৯ ভাদ্র, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

বৃষ্টিতে যখন লন্ডভন্ড হিমাচল, উত্তরাখণ্ড, তখন পুড়ছে কেরল

উত্তর ভারতের বেশির ভাগ রাজ্যে যখন বৃষ্টির তাণ্ডব চলছে, তার ঠিক উল্টো ছবি ধরা পড়ল দক্ষিণ ভারতেরই একটি রাজ্যে। বৃষ্টি নয়, বরং গরমে পুড়ছে উপকূলীয় রাজ্য কেরল। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এই রাজ্যের ১৪টি জেলায় প্রবল গরমের সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে।হিমালয়ের দুই রাজ্য হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ড বর্ষার মরসুমের শুরু থেকেই বৃষ্টি এবং বন্যা পরিস্থিতির সঙ্গে যুঝছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ধসের মতো ঘটনাও। জুন থেকে অগস্টের মধ্যে এই দুই রাজ্যে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে বৃষ্টি, বন্যা পরিস্থিতি এবং ধসের কারণে। বৃষ্টির তাণ্ডব চলছে উত্তর ভারতের অন্য রাজ্যগুলিতেও।অগস্টেও এই রাজ্যে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গিয়েছে। রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর থেকে রাজ্যবাসীদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত বাড়ির বাইরে না বেরোনোর পরামর্শও দেওয়া হচ্ছে তাঁদের।

রাজ্যে বর্ষার ছবিটা খুব একটা সুখকর নয়। যে রাজ্য দিয়ে দেশে বর্ষার আগমন ঘটে, সেই রাজ্যেই এখন খরার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তাই যেটুকু বৃষ্টি হচ্ছে, সেই জল নষ্ট না করে ধরে রাখার জন্যও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে রাজ্যবাসীদের। গত বছরে এই অগস্টেই প্রবল বৃষ্টি হয়েছিল দক্ষিণ এবং মধ্য কেরলে। কিন্তু এ বছর সেখানে এই মাসেই বিপরীত ছবি ধরা পড়েছে। বৃষ্টির দেখা তো মিলছেই না, বরং তাপপ্রবাহের মতো পরিস্থিতির সঙ্গে যুঝতে হচ্ছে। মৌসম ভবন জানিয়েছে, সমতলে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়ালে তাপপ্রবাহ হিসাবে ঘোষণা করা হয়। সেই তাপমাত্রা যদি উপকূলীয় অঞ্চলে ৩৭ ডিগ্রি বা তার কাছাকাছি পৌঁছয়, তখন তাপপ্রবাহের মতো পরিস্থিতি ঘোষণা করা হয়।মৌসম ভবন জানিয়েছে, তিরুঅনন্তপুরম, কোলামে বুধবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের তুলনায় ৩-৫ ডিগ্রি বেশি। অন্য দিকে, আলাপ্পুঝা, কোট্টায়ম এবং পালাক্কড়ে বৃহস্পতিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এর্নাকুলাম, ত্রিশূর, মালাপ্পুরম এবং কোঝিকোড়ে তাপমাত্রা ছিল ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে ৩-৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে আর্দ্রতাও। ফলে ৩৭ ডিগ্রিতেও তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির মতো অনুভূতি হচ্ছে। যার জেরে অস্বস্তি বাড়ছে। তবে মৌসম ভবনের এক সূত্র জানিয়েছে, অগস্টে তাপমাত্রা বাড়লেও, সেপ্টেম্বরের শুরুতে রাজ্যের বেশ কিছু অঞ্চলে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। তবে বিক্ষিপ্ত ভাবেই হবে সেই বৃষ্টি।

শিশু সুরক্ষা কমিশনের পরামর্শ চায় যাদবপুর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণত প্রাপ্তবয়স্ক পড়ুয়ারাই আসেন। সেখানে কোনও পড়ুয়া যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক হয়, তা হলে কী করণীয়? রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের কাছে সে বিষয়ে পরামর্শ চেয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। শনিবার আনন্দবাজার অনলাইনকে তেমনটাই জানালেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসু।কমিশনের চেয়ারপার্সন বলেন, "আমি আশ্চর্য যে, শিশু সুরক্ষা কমিশন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একেবারেই সচেতন নন। আমরা দ্বিতীয় যে চিঠি পাঠিয়েছিলাম, তার জবাবে সন্তুষ্ট হতে পারিনি। তাই আবার চিঠি পাঠিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিলেন যে, ওঁরা রেকর্ড বজায় রেখেছেন। কিন্তু তেমন কোনও প্রমাণ আমরা পাইনি। হস্টেলের আবাসিকদের সংখ্যা এবং র‍্যাগিং-বিরোধী সেলের তথ্যও ঠিক মতো দেওয়া হয়নি। উল্টে প্রশ্ন করা হয়েছে, আমরা কী ভাবে এর মধ্যে ঢুকতে পারি? ওঁদের অবগতির জন্য জানিয়েছি যে, মৃত পড়ুয়ার ১৮ বছর হয়নি। তাই ওই পড়ুয়া শিশু সুরক্ষা কমিশনের এক্তিয়ারে পড়ে।"শনিবারই ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে তৃতীয় নোটিস পাঠিয়েছে কমিশন। তারা জানিয়েছে, দ্বিতীয় যে নোটিসটি পাঠানো হয়েছিল, তাতে কর্তৃপক্ষের জবাবে তারা সন্তুষ্ট নয়। সেই কারণেই আবার নোটিস পাঠানো হয়েছে। কমিশনের চেয়ারপার্সন সুদেষ্ণা রায় জানান, এই ঘটনায় কমিশনের তদন্তের এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কর্তৃপক্ষ। যাতে কমিশন উদ্বিগ্ন। স্নেহমঞ্জুকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি কমিশনের দাবি উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, কমিশনের তদন্তের এক্তিয়ার নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলা হয়নি। বরং, তাঁরাই কমিশনের কাছ থেকে পরামর্শ চেয়েছেন। রেজিস্ট্রার বলেন, "কমিশনের তদন্তের এক্তিয়ার নিয়ে আমরা একেবারেই প্রশ্ন তুলিনি। আমরা বলতে চেয়েছি, উচ্চশিক্ষা তো শিশুদের জন্য নয়। সে ক্ষেত্রে, এই ধরনের পরিস্থিতি কী ভাবে এড়ানো যায়? কোনও অপ্রাপ্তবয়স্ক পড়ুয়া যদি আসে, তার জন্য কী ভাবে আলাদা ব্যবস্থা করা যায়? সেটা আমাদের জানানো হোক। ওঁদের তদন্তে আমাদের কোনও আপত্তি নেই।"শনিবার যাদবপুরে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় তৃতীয় নোটিস পাঠিয়ে শিশু সুরক্ষা কমিশন জানিয়েছে, তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের জবাবে সন্তুষ্ট নয়। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে যে তথ্য চেয়ে পাঠানো হয়েছিল, তার যথাযথ উত্তর আসেনি। পাশাপাশি, হস্টেলের আবাসিকদের সংখ্যা থেকে শুরু করে অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি সংক্রান্ত যে তথ্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে চেয়ে পাঠানো হয়েছিল, তা ঠিক ভাবে দেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ কমিশনের। তাদের আরও অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন রেকর্ড যে ভাবে বজায় রাখা উচিত, সেই ভাবে রাখা হয়নি। মানা হয়নি ইউজিসির নিয়মকানুন।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ড ও মানুষ সৃষ্টির মূল কারিগর হলেন দেবাদিদেব মহাদেব। তবে ইতিহাস আজো আমাদের অজানা। ইতিহাস যে চিরন্তন সত্য কথা বলে, সে কথা অস্বীকার করার মতো কেউ নেই। বেদে উল্লেখ পাওয়া যায়, যখন এই পৃথিবীতে বসবাস করা কোনও মানুষেরই মৃত্যু হত না।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

পিতা-মাতা মানব জীবনের গুরুত্ববহ ও অপরিহার্য

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

মা, বাবা ও গুরু মানব জীবনের গুরুত্বহ ও অপরিহার্য। মহাভারতে যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞেস করছেন- "হে পিতামহ! ধর্মের পথ বিরাট দীর্ঘ আর এর শাখা-প্রশাখা অনন্ত, ধর্মের এত কিছু মানুষ কি করে মাথায় ধরে রাখবে আর পালনই বা করবে কি করে? তাই সংক্ষেপে ধর্মের কথা কিছু বলুন যাতে খুব সহজ ভাবে ধর্মের অনুশীলন করা যায়। তখন ভীষ্ম বলছেন- খুব সংক্ষেপে যদি ধর্মের কথা বলতে হয় তাহলে মা, বাবা আর গুরু এই তিনজনের যদি পূজা করা হয় তাতেই প্রধান ধর্ম পালন করা হয়ে যায়।তবে সাধারণত হিন্দু সমাজে কিছু মানুষ দেবতা ও ভগবানের পার্থক্য জানে না। ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেবতাদের সঙ্গে বিষ্ণু, নারায়ণ, রাম, নৃসিংহ, বামন প্রভৃতি ভগবানের সম পর্যায়ভুক্ত বলে মনে করে থাকেন। এটি আমাদের জানা উচিত যে ভগবান ও দেবতাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। আর আমাদের একটা বিষয় হলো মন চাইলো আর ভগবান অমুক তমুক। তবে ঈশ্বর গুনের অধিকারী যে কেউ ভগবান বলে পুজ্য, তার অর্থ এই নয় যে ভগবান, ভগবান হচ্ছেন সেই যে আংশিক বা পূর্ণ অবতার রুপে স্বরুপোমান। দেবতারা হচ্ছেন ভগবানের দ্বারা নিযুক্ত এ জড়জগতের বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের নিয়ন্ত্রণ কর্তা। যে ভাবে অগ্নি দেবতা অগ্নি নিয়ন্ত্রণ করেন; বরুণদেব জলের নিয়ন্ত্রণ করেন; বায়ু দেবতা বায়ু নিয়ন্ত্রণ করেন ইত্যাদি। শাস্ত্র অনুসারে দেবতারা জীবতত্ত্ব। যে কোন জীব ভগবান থেকে বিশেষ শক্তি প্রাপ্ত হয়ে দেবতাদের আসন গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু ভগবান জীবতত্ত্ব নন, তিনি হচ্ছেন বিষ্ণু তত্ত্ব। দেবতাদের আধিপত্য এই জড়জগতে সীমাবদ্ধ, কিন্তু ভগবানের আধিপত্য বা ঐশ্বরত্বের প্রভাব জড় ও চিন্ময় জগত সর্বত্র ব্যাপ্ত। দেবতারা মানুষকে একমাত্র ভৌতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করতে পারেন, কিন্তু মুক্তি দিতে পারেন না। ভগবান জীবকে মুক্তি প্রদান করতে পারেন। দেবতারা মায়াধীন, কিন্তু ভগবান হচ্ছেন মায়াধীশ। সৃষ্টি ও প্রলয়কালে দেবতাদেরও প্রভাবিত হতে হয়, কিন্তু ভগবান নিত্য বর্তমান এবং তার ধামও নিত্য বর্তমান। এইভাবে ইন্দ্রলোক, চন্দ্রলোক প্রলয়ের সময়ে সব ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। কিন্তু ভগবানের ধাম- বৈকুণ্ঠ, অযোধ্যা, গোলক বৃন্দাবন ইত্যাদি ধ্বংস প্রাপ্ত হবে না। ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণ প্রকৃতির তিনটি গুণ দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকেন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, রাম, নারায়ণ প্রভৃতি গুণাতীত। তাদের কার্যকলাপ প্রকৃতির তিনটি গুণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। সাধারণ মানুষ এই সমস্ত পার্থক্য বুঝতে পারে না। দেবতা ও ভগবানকে এক বা সমপর্যায় বলে মনে করে থাকে। এটি অবশ্য জেনে রাখা উচিত আমাদের বৈদিক সাহিত্যে তেত্রিশ কোটি দেবতাদের বর্ণনা করা হয়েছে। শাস্ত্রানুসারে যারা বিভিন্ন জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বা বিভিন্ন ফল অতি সত্বর লাভ করতে চান, তারা ভিন্ন ভিন্ন দেবতাদের উপাসনা করতে পারেন। কিন্তু সেটি বুদ্ধিমান মানুষের কাজ নয়, কেননা জাগতিক ফল অনিত্য। যারা বুদ্ধিমান ব্যক্তি তারা ভগবানের শরণাগত হন। এভাবে সমস্ত দেবতাদেরকে ভগবান বলে উপাসনা করা ঠিক নয়। তার সঙ্গে সঙ্গে এটুকুও জানতে হবে যে দেবতাদের ভগবানের সমান না হলেও তাঁরা ভগবানের অতি নিজজন, তাঁরা পূজ্য, তাই দেবতাদের শ্রদ্ধা করা মানুষের কর্তব্য। দেবতাদের পূজা করা, শ্রদ্ধা করা কর্তব্য। কারন দেবতারা ঈশ্বরের অংশ, কিন্তু ভগবানকে ভক্তি করতে হয়। এভাবে মানুষের ভগবান ও দেবতাদের মধ্যে পার্থক্য জেনে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে ভগবানের ভক্ত হওয়া কর্তব্য। তা না হলে দুর্লভ মনুষ্য জীবনের আসল লক্ষ্যে পৌছাতে পারবে না।সেই কারনে তিনটে লোক পূজা করুন - স্বর্গ, মর্ত ও পাতাল। মা, বাবা আর গুরু এই তিনজন হলেন এই তিনটে লোক, এই তিন জনের বাইরে আর কিছু নেই। তুমি যে লোকেই জয় করতে চাও, এঁদেরকে দিয়েই তুমি জয় পেয়ে যাবে। এই ত্রিবিধ গুরুই তিন আশ্রম, এই ত্রিবিধ গুরুই তিন বেদ এবং এই ত্রিবিধ গুরুই তিন অগ্নি। পুরানে গণেশ আর কার্তিকের কাহিনীর মাধ্যমে ঠিক এই জিনিষটাই বর্ণনা করা হয়েছে। কার্তিক আর গণেশকে বলা হল যে আগে এই তিনটে লোক ধুরে আসতে পারবে তাঁকে এই হার উপহার দেওয়া হবে। কার্তিক তার ময়ূরে করে বেরিয়ে পড়ল তিনটে লোক ঘুরে আসতে। গণেশ তার ইঁদুরের পিঠে চেপে মাকে একবার প্রদক্ষিণ করে এসে বলল, আমার তিনলোক পরিভ্রমণ করা হয়ে গেল। মা, বাবা আর গুরু তিনটি লোক, আর এঁরাই হচ্ছেন তিনটে আশ্রমু ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য ও বাণপ্রস্থ। এঁদের পূজা করলে তিনটে আশ্রমের ফল এমনিই পাওয়া যায়। তিনটে বেদ ঋক, সাম ও যজু। মা, বাবা আর গুরুই এই তিনটে বেদ। বেদে যে তিন ধরণের অগ্নির কথা বলা হয়েছে মা, বাবা ও গুরুই এই তিনটে অগ্নি। বেদে অনেক রকমের অগ্নির ব্যবহারের কথা বলা হয়, এর মধ্যে পঞ্চাগ্নি, অগ্নিত্রয়, যেমন গৃহস্থদের তিনটে আগুনের ব্যবহার করতে হত এবং আরও নানা সংখ্যার অগ্নির কথা আছে। মূল কথা হল এই জগতে যা কিছু শ্রেষ্ঠ আছে, এই তিনজনের যদি সেবা করা যায় তাহলেই শ্রেষ্ঠ সব কিছু এসে যায়। সেইজন্য হে যুধিষ্ঠির এই তিনজনের প্রতি সব সময় শ্রদ্ধা সম্মান বজায় রেখে চলবে। যুধিষ্ঠিরের তখন বাবা ছিলেন না কিন্তু মা আর গুরু ছিলেন। তুমি এই দুজনকে সব সময় সেবা করে যাবে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যখন যুধিষ্ঠিরের উপর রেগে গিয়ে অর্জুন তলোয়ার বার করেছে দাদাকে কেটে ফেলবে বলে তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন 'অর্জুন তুমি মনে হয় কোন দিন গুরুজনদের সেবা করনি, তা নাহলে এইভাবে তিড়িং করে লাফিয়ে দাদাকে কাটবার জন্য তলোয়ার বার করতে যেতে না।' গুরুজনকে যদি খুব শ্রদ্ধা না কর তবে তুমি শেষ, এই হচ্ছে ধর্মের খুব সংক্ষিপ্ত পরিভাষা। ভীষ্ম বলছেন, যারা এই তিনজনকে সম্মান করে দিল জেনে নাও তারা এই তিনটে লোককে সম্মান দিয়ে দিল। এই তিনজনকে যে অনাদর ও অসম্মান করে দিল তার যত শুভকর্ম করা আছে সব নিষ্ফল হয়ে যেতে বাধ্য। সন্ন্যাসীও যদি মাকে অনাদর করে সংসার ছেড়ে বেরিয়ে আসে সেই সন্ন্যাসীরও কিন্তু নানা ঝামেলার মধ্যে পড়তে হবে। শঙ্করাচার্যও তাই সন্ন্যাস নেওয়ার আগে মাকে বলেই দিয়েছিলেন তুমি অনুমতি না দিলে আমি কখনই সন্ন্যাস নেব না। মা বাবাকে কখনই অনাদর করবে না। মা-বাবার সঙ্গে মনোমালিন্য, ঝগড়া হতেই পারে কিন্তু অনাদর পুরো আলাদা ব্যাপার, ঝগড়া আর অনাদর এক নয়। ভীষ্ম নিজের ব্যাপারে বলছেন, হে যুধিষ্ঠির আমি যত শুভকর্ম করতাম তার ফল সব সময় আমি আমার মা বাবার নামে অর্পণ করে দিতাম। এই অর্পণ করে দেওয়ার ফলে আমার সব পূণ্য হাজার গুণ বেড়ে গেছে।

এইজন্যই ভীষ্ম এত মহৎ। যুধিষ্ঠির ভীমকে এক সময় বলছিল সব কর্ম ভগবানকে অর্পণ করলে হাজার গুণ ফল পাবে, পাপ কর্মও যদি দিয়ে দাও তাহলে তার ফলও হাজার গুণ হবে। এটা অবশ্য মজা করে বলা, আসলে তা হয় না। যখন শুভ আর অশুভ কর্ম সবটাই ভগবানকে অর্পণ করে দেওয়া হয় তখন সেটা নিষ্কাম কর্ম হয়ে যায়।

ভীষ্ম বলছেন- দশ জন শ্রোত্রিয় থেকে একজন আচার্য শ্রেষ্ঠ। শ্রোত্রিয় মানে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, যিনি বেদ জানেন। বিদ্যা গুরু দশজন আচার্যের সমান। বাবা দশ উপাধ্যায় মানে বিদ্যা গুরুর সমান। মা দশটি বাবার সমান। এখানে বলছেন যে পৃথিবী সব থেকে সম্মানের পাত্র, মা সম্মানে সেই পৃথিবীর থেকেও উঁচু। আমাদের পরম্পারাতে বলা হয়ে আসছে নাস্তি মাতৃসম গুরু, মায়ের মত আর গুরু হয় না। পরের শ্লোকেই ভীষ্ম বলছেন- এর আগে পরম্পরার কথা বলে ভীষ্ম এবার নিজের মত বলছেন 'তবে কি জান আমার মতে গুরুর স্থান মা-বাবার থেকে অনেক উপরে। কারণ মা-বাবা শুধু এই পার্থিব শরীরটা আমাকে দিয়েছেন কিন্তু গুরু

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

এত বছর পর দাম্পত্যের যে গোপন কথা ফাঁস করলেন কারিনা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কারিনা কাপুর ও সাইফ আলি খান, দু'জনেই বলিউডের অভিজাত পরিবারের সন্তান। যদিও তারা একে অপরের আলোয় আলোকিত নন। নিজ গুণে আলাদা শিল্পীসত্তা তৈরি করেছেন তারা।

২০১২ সালে বিয়ে করেন এই জুটি। দাম্পত্যের বয়স প্রায় ১২ বছর। এতগুলো বছর সংসার করছেন দুই সন্তানের মা কারিনা। গুছিয়ে সংসার করলেও হেঁশেলে পা রাখেননি কোনও দিনও। রান্নাবান্না একেবারেই পারেন না তিনি। খানিকটা অকপটেই স্বীকার করলেন, পানি পর্যন্ত নাকি গরম করতে পারেন না কাপুর কন্যা। তাই সাইফের মতো স্বামী পেয়েই ভাগ্যবতী মনে করছেন নিজেকে।

ছবির শুটিং না থাকলেও সারা বছর নানা রকম ব্যস্ততা থাকে তাদের। তবু তার মাঝে সময় করে শরীরচর্চা, কেনাকাটা, পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান্নে সব দিক বজায় রাখেন কারিনা। তার মধ্যে থেকে সময় করে প্রায়ই বাচ্চাদের নিয়ে ঘুরতেও যান। বিয়ের এত বছর পরও তাদের দাম্পত্যের সমীকরণ যেমন অটুট, তেমনই ব্যক্তিগতভাবেও বদলাননি কারিনা। সম্প্রতি দিল্লিতে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যান তিনি। সেখানেই তার দাম্পত্যের অজানা এক দিক তুলে ধরলেন সাইফপত্নী।।

এমনিতেই প্রতি মুহূর্তে স্বামী-সন্তান নিয়ে জীবন উপভোগ করেন কারিনা। তিনি জানান, সপ্তাহান্তে কোনও কাজ না রাখার চেষ্টা করেন সাইফও। দুই ছেলে তৈমুর ও জাহাঙ্গীরের সঙ্গে সময় কাটান। রান্নাবান্না করেন, ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলা করেন। কারিনার কথায়, "পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর থেকে ভাল আর কিছু হতে পারে না।"

পাশাপাশি কারিনা জানান, রান্নার দিকে সাইফ যত পারদর্শী, তিনি ততটাই কাঁচা। তার ভরসা অনলাইন খাবারের অ্যাপ। কারিনার কথায়, "সাইফ অসম্ভব ভাল রান্না করে, বিশেষত ইতালীয় রান্না দুর্দান্ত রাঁধে। আমি গর্বিত এমন একজনকে স্বামী হিসেবে পেয়ে। কিন্তু আমার ভরসা ফুড অ্যাপ। ঠিক মতো পানিও গরম করতে পারি না।"

জাহ্নবীর নজর গ্ল্যামার আর কমেডিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : রোমান্টিক, বায়োপিক, হরর থেকে শুরু করে ঐতিহাসিক ঘটনানির্ভর গল্পে অভিনয় করে দর্শক মনোযোগ কেড়েছেন জাহ্নবী কাপুর। এবার এই বলিউড তারকার নজর কমেডি ঘরানার ছবির দিকে।

তিনি চাইছেন গ্ল্যামারের পাশাপাশি হাস্যরসাত্মক গল্পের মধ্য দিয়ে নিজেকে পর্দায় তুলে ধরতে। সম্প্রতি চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন 'বড়ে মিয়া ছোটে মিয়া' ছবিতে। যেখানে তাঁর সহশিল্পী হিসেবে থাকছেন অক্ষয় কুমার, টাইগার শ্রফ, সোনাক্ষী সিনহার মতো জনপ্রিয় তারকারা।

জাহ্নবী বলেছেন, 'কিছু কাজ দর্শকের কাছে অভিনেতা-অভিনেত্রীকে আলাদাভাবে তুলে ধরে। কমেডি গল্পের ছবি এর মধ্য অন্যতম। সে কারণেই এখন কমেডি ছবিতে আগ্রহী হয়েছি।'

'দঙ্গল'কে ছাড়িয়ে সানির সিনেমা, টার্গেট 'কেজিএফ টু'

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : গত ১১ আগস্ট ভারতের সাড়ে ৩ হাজার পর্দায় মুক্তি পেয়েছে সানি দেওলের সিনেমা 'গদর ২'। অনিল শর্মা পরিচালিত এ সিনেমা মুক্তির পর বেশ কিছু রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। এবার আমির খান অভিনীত 'দঙ্গল' সিনেমার রেকর্ড ভাঙলো 'গদর টু'। মুক্তির ১০ দিনে শুধু ভারতে আয় করা হিন্দি সিনেমার তালিকায় সানির সিনেমার অবস্থান এখন চতুর্থ।

বক্স অফিস বিশ্লেষক তরন আদর্শ এক টুইটে লিখেন, 'দঙ্গল' সিনেমাকে ছাড়িয়ে, পরবর্তী টার্গেট 'কেজিএফ টু'। বক্স অফিসে অপ্রতিরোধ্য 'গদর টু'। যদিও দ্বিতীয় সপ্তাহে সিনেমাটির আয়ের পরিমাণ কমেছে। শুধু ভারতে সিনেমাটি আয় করেছে ৩৮৮.৬০ কোটি রুপি।

সাচনিক ডটকম জানিয়েছে, মুক্তির ১০ দিনে আমির খানের 'দঙ্গল' সিনেমা আয় করেছিল ৩৭৪.৪৩ কোটি রুপি।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ডিএনএ এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ভারতে সবচেয়ে বেশি আয় করা বাকি তিনটি হিন্দি সিনেমা হল্পে 'পাঠান' (৫৪৩ কোটি রুপি), হিন্দি ডাবিংকৃত 'বাহুবলি টু' (৫১০ কোটি রুপি), হিন্দি ডাবিংকৃত 'কেজিএফ টু' (৪৪৩ কোটি রুপি)।

আমিশা প্যাটেল ও সানি দেওল অভিনীত সিনেমা 'গদর: এক প্রেম কথা'। ২২ বছর আগে মুক্তি পায় অনিল শর্মা পরিচালিত এই সিনেমা। বলিউডের ইতিহাসে সবচেয়ে হিট সিনেমাগুলোর অন্যতম এটি। দীর্ঘ বিরতির পর নির্মিত হয়েছে 'গদর টু'। জি স্টুডিও প্রযোজিত এ সিনেমার মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন সানি দেওল ও আমিশা প্যাটেল। ৮০ কোটি রুপি বাজেটের এ সিনেমায় আরো অভিনয় করেছেন- গৌরব চোপড়া, লাভ সিনহা, মীর সরওয়ার, রোহিত চৌধুরী প্রমুখ।

আমাকে মৌখিকভাবে ধর্ষণ করা হয়েছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কলকাতার অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখার্জি মানেই যেনো নানা আলোচনা-সমালোচনা। রবিবার রাতে এই অভিনেত্রী তোয়ালে জড়ানো কয়েকটি ছবি পোস্ট করেছেন। যারা কমেন্টবক্স ভরে যায় কুরুচিকর মন্তব্যে।

এই প্রসঙ্গে স্বস্তিকা টুইট করে লিখেছেন, 'ইনস্টাগ্রামে তোয়ালে গায়ে চারটা ছবি পোস্ট করেছিলাম। সোশ্যালের নীতি পুলিশদের কথা বাদই দিলাম। ওদের তো গোটা জীবন ধরে সহ্য করে আসছি। পাত্তাও দিই না। তবে ৯০ শতাংশ কমেন্টে আমাকে মৌখিকভাবে ধর্ষণ করা হয়েছে। যতটা খারাপ ভাষা প্রয়োগ করা যায় আর কি! কী রকম জায়গায় আমরা পৌঁছেছি সত্যি।'

সাদা তোয়ালে পরে যে ছবি পোস্ট করেছিলেন স্বস্তিকা, সেখানে নায়িকা ক্যাপশন জুড়েছিলেন, '৪০ বছর বয়সে আমার স্তন যে রকম হওয়া উচিত, আমি সেই পরিবর্তনকে উপভোগ করছি। না ক্যামেরন ডিয়াজের মতো সেটা হতে পারে না। ব্রা স্ট্র্যাপের মার্কস নিয়েও আমার অত মাথাব্যথা নেই। মুখের ভাঁজ নিয়ে আমি আনন্দিত। না এটা কোনো ত্বকের রোগ নয় যে তড়িঘড়ি চিকিৎসা করাতে হবে। আর হ্যাঁ, ১৫ বছর পর চুল বড় করছি বলে আমার এই ছোট্ট ঝুঁটি নিয়ে খুব আনন্দিত।'

এদিকে অভিনেত্রীর এমন পোস্টের সারমর্ম না বুঝেই নেটিজেনদের একাংশ কুরুচিকর মন্তব্য করা শুরু করেছে।

পুরনো রূপে ফিরছেন

আর্জেন্টিনার তেভেস

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : প্রায় এক বছর পর কোচিংয়ে ফিরছেন কার্লোস তেভেস। আর্জেন্টিনার ক্লাব ইন্দেপেন্দিয়েন্তের দায়িত্ব নিচ্ছেন দেশটির সাবেক এই ফরোয়ার্ড। দলের টানা বাজে পারফরম্যান্সে গত রবিবার ইন্দেপেন্দিয়েন্তের কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ান রিকার্দো জেলিনস্কি। তার স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন তেভেস। আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মঙ্গলবার (২২ আগস্ট) চুক্তিতে সই করার কথা ম্যানচেস্টার সিটি ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাবেক এই ফুটবলারের। ২০২২ সালের জুনে খেলোয়াড়ি জীবনের ইতি টানার পরপরই আর্জেন্টিনার ক্লাব রোসারিও সেন্ট্রালের দায়িত্ব নিয়ে কোচিং শুরু করেন তেভেস। তবে পাঁচ মাসের মাথায় পদত্যাগ করেন তিনি। দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়ে ওই সময়ে তেভেস বলেছিলেন, ক্লাবের সভাপতি নির্বাচনের প্রচারণায় প্রার্থীরা তার নাম ব্যবহার করায় তিনি অসন্তুষ্ট। খেলোয়াড়ি জীবনে ম্যানচেস্টারের দুই ক্লাব ছাড়াও ইউভেন্তুস, বোকা জুনিয়র্স-সহ আরও কয়েকটি ক্লাবের হয়ে খেলেন তেভেস। আর্জেন্টিনা জাতীয় দলে ২০০৪ সালে অভিষেকের পর থেকে প্রায় এক যুগের ক্যারিয়ারে ৭৬টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে ১৩ গোল করেন তিনি।

বিশ্বকাপে বল করতে পারেন

কোহলি-রোহিত!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ক্রিকেটপ্রেমীদের বিশেষ একটি খবর দিলেন রোহিত শর্মা। এশিয়া কাপের দল ঘোষণার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় রোহিত জানালেন, আসন্ন বিশ্বকাপে বল করেত পারেন তিনি। দেখা যেতে পারে বোলার বিরাট কোহলিকেও।

এশিয়া কাপের দলে সব বিভাগেই একাধিক বিকল্প রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে কোনও ডানহাতি বিশেষজ্ঞ স্পিনার নেই দলে। রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর পাটেল এবং কুলদীপ যাদব তিন জনেই বাঁহাতি স্পিনার। এশিয়া কাপের দল থেকেই মূলত বেছে নেওয়া হবে বিশ্বকাপের জন্য ১৫ জনের দল। ডানহাতি স্পিনারের অভাব কি সমস্যায় ফেলবে না? সমস্যার সমাধান করে ফেলেছেন অধিনায়ক রোহিত। দলে ডানহাতি স্পিনার না থাকা প্রসঙ্গে রোহিত বলেছেন, 'আশা করছি রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি বিশ্বকাপের ম্যাচে কয়েক ওভার করে হাত ঘোরাতে পারবে।' অর্থাৎ, রোহিত বুঝিয়ে দিলেন এটা কোনও বড় সমস্যা নয়। তিনি এবং কোহলি মিলে প্রয়োজনে ডান হাতে স্পিন বলে দেবেন। রোহিত একটা সময় প্রায় নিয়মিত অফ স্পিন করতেন। যদিও এখন তেমন বল করতে দেখা যায় না তাকে। কোহলিকেও বল করতে দেখা যায় মাঝে মধ্যে। ডানহাতি স্পিনারের অভাব ঢাকতে দলের দুই সিনিয়র ক্রিকেটার বিশ্বকাপে বাড়তি দায়িত্ব তুলে নেবেন নিজেদের কাঁধে। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে রোহিতের ১১টি এবং কোহলির ৮টি উইকেট রয়েছে।

সৌদি ক্লাবের লোভনীয় প্রস্তাব

ফিরিয়ে দিলেন দে পল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সৌদি আরবে চলছে ফুটবলের নতুন এক বিপ্লব। গত ডিসেম্বরে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোকে দিয়ে শুরু। বড় কোনো তারকা হিসেবে তিনিই প্রথম সৌদি লিগের দল আল-নাসরে যোগ দেন। এরপর ইউরোপিয়ান ফুটবলের প্রতিযোগিতার বাজার ছেড়ে এখন এশিয়ান দেশটিতে পাড়ি জমাচ্ছেন অনেক তারকা খেলোয়াড়রাই। শুরুতে তুলনামূলক বয়স্ক খেলোয়াড়দের দলে ভেড়ালেও বর্তমানে অনেক তরুণ এবং পরীক্ষিত তারকারাও পাড়ি জমাচ্ছেন সৌদি প্রো লিগের ক্লাবগুলোতে। যার সবশেষ সংযোজন ব্রাজিলের নেইমার জুনিয়র।

ঠিক সেই মুহূর্তেই বড় অঙ্কের প্রস্তাব পেয়েও ফিরিয়ে দিলেন আতলেতিকো মাদ্রিদের মিডফিল্ডার রদ্রিগো দে পল। তার ক্লাবও ছাড়তে চাচ্ছে না এই আর্জেন্টাইনকে।

কয়েকদিন আগেই ফরাসি ক্লাব পিএসজি ছেড়ে লোভনীয় অফারে সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলালে যোগ দিয়েছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমার। তার কিছুক্ষণ পরই দেশটির আরেক ক্লাব আল আহলি প্রস্তাব দেয় দে পলকে। আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম বলছে, প্রায় ৩ কোটি ২ লাখ ইউরোতে তাকে দলে ভেড়াতে চেয়েছে ক্লাবটি। প্রস্তাব পেয়ে তাৎক্ষণিক জবাব না দিলেও পরবর্তীতে নিজের সিদ্ধান্ত জানান দে পল। প্রস্তাবটি বিবেচনা করার পর আর্জেন্টাইন এই তারকা আল আহলিকে ফিরিয়ে দেন। আতলেতিকো মাদ্রিদেই খেলা চালিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তিনি। তাছাড়া স্প্যানিশ কোচটির কোচ দিয়েগো সিমিওনেও দে পলকে ছাড়তে চাচ্ছেন না। আর্জেন্টাইন এই মিডফিল্ডারকে না পেলেও বেশ কয়েকজন তারকাকে ইতোমধ্যে ইউরোপ থেকে দলে ভিড়িয়েছে আল আহলি। শুরুটা হয় সাবেক চেলসি গোলরক্ষক এদুয়োর্দে মঁদিকে দিয়ে। এরপর একে একে ক্লাবটিতে যোগ দেন সাবেক বার্সা মিডফিল্ডার ফ্রাঙ্ক কেসিয়ে, ম্যানচেস্টার সিটির সাবেক ফরোয়ার্ড রিয়াদ মাহরেজ, লিভারপুল তারকা রবের্তে ফিরমিনো।

এমবাপ্পেকে পেতে এবার নতুন প্রস্তাবনা তৈরি করলো রিয়াল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এই গ্রীষ্মেই ফরাসি তারকার কিলিয়ান এমবাপ্পেকে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিল প্যারিস সেইন্ট-জার্মেই (পিএসজি)। তবে তার নামের পাশে লাগিয়ে দেয়া হয় রেকর্ড ২১৩ মিলিয়ন পাউন্ডের প্রাইজ ট্যাগ। মৌসুমের প্রথম ম্যাচটি সাইডলাইনে বসে কাটানোর পর গত শনিবার টুলুসের বিপক্ষে পিএসজির মূল দলে ফিরেই গোল করেছেন এমবাপ্পে। ওই ঘটনায় ক্লাবটিতেই নিজের ভবিষ্যৎ এগিয়ে নেয়ার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ফরাসি স্ট্রাইকার। এদিকে, তাকে নিয়ে শুরু হয়েছে নতুন গুঞ্জন। এই গ্রীষ্ম থেকে রিয়াল মাদ্রিদ এমবাপ্পের সার্ভিস নেয়ার জন্য নতুন একটি প্রস্তাবনা তৈরি করেছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় গণমাধ্যম। শেষ চেষ্টা হিসেবে ২৪ বছর বয়সী ফরাসি আন্তর্জাতিক তারকার জন্য স্প্যানিশ জায়ান্টরা ১০৩ মিলিয়ন পাউন্ডের নতুন প্রস্তাবনা প্রস্তুত করছে বলে জানিয়েছে তারা। স্প্যানিশ আউটলেট এএস এর রিপোর্টে বলা হয়েছে, ১২ মাসেরও কম সময়ের মধ্যে বর্তমান চুক্তি শেষ হতে যাওয়া প্যারিসের ক্লাবটি আশা করছে এমবাপ্পের সঙ্গে নতুন একটি চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে। তারপরও লা লিগার ক্লাবটি উপযুক্ত মূল্য দিলে তাকে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত পিএসজি। এই তিন পক্ষের মধ্যে চলমান দীর্ঘ নাটকে এটি সর্বশেষ সংযোজন। শেষ পর্যন্ত এমবাপ্পে ১৪ বারের ইউরোপীয় খেতাবধারীদের শিবিরেই যুক্ত হবেন বলে অনেকের প্রত্যাশা সত্ত্বেও তার বর্তমান মালিকপক্ষ তাদের ধারণার চেয়ে বেশী দাবি করে বসে আছেন। আগামী বছর বিনা ট্রান্সফার ফিতে এমবাপ্পের বাল্যকালের ক্লাব ছাড়ার সিদ্ধান্তের পরও পিএসজি তাদের ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে অনুশীলনের জন্য তাকে 'বি' দলে পাঠিয়ে দিয়েছিল। নতুন কোচ লুইস এনরিখের দায়িত্ব গ্রহণের পর গত শনিবার এই তারকাকে মূল দলে ফিরিয়ে আনা হয়। উল্লেখ্য, পরপর দুই ড্র নিয়ে লিগ ওয়ানের নতুন মিশন শুরু করেছে পিএসজি। আগামী শনিবার লেন্সের বিপক্ষে ম্যাচেও এমবাপ্পেকে মূল একাদশে রাখা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। চলতি জুনে এমবাপ্পের দলবদল নিয়ে নাটকের শুরু। আর্জেন্টাইন সুপারস্টার লিওনেল মেসি পিএসজি ছাড়ার কয়েকদিন পরেই এমবাপ্পে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেন, পিএসজির সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করছেন না তিনি। তার এই ঘোষণার পর নড়েচড়ে বসে লিগ ওয়ানের চ্যাম্পিয়নরা। এমবাপ্পের সঙ্গে আগামী বছর জুনে চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে পিএসজির, তখন ইচ্ছা করলেই বিনামূল্যেই পিএসজি ছাড়তে পারবেন তিনি। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী এমবাপ্পে চাইলে পিএসজির সঙ্গে চুক্তি এক বছরের জন্য নবায়ন করতে পারবেন। তবে চুক্তি নবায়ন করা বা না করার এই সিদ্ধান্ত ২০২৩ এর জুনের মধ্যেই জানানোর বাধ্যবাধকতা ছিল। ওই সময়ের মধ্যে এমবাপ্পে চুক্তি নবায়ন করতে রাজি না হওয়ায় তাকে বিক্রির জন্য মাঠে নামে পিএসজি। দলের সেরা তারকাকে বিনামূল্যে ছেড়ে দিতে রাজি নয় লিগ ওয়ানের ক্লাবটি। কিন্তু এমবাপ্পেও মেয়াদ শেষ করার আগে পিএসজি ছাড়তে রাজি নন। কারণ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী এই মৌসুমের শেষ পর্যন্ত পিএসজিতে কাটালে আনুগত্য বোনাসের পুরোটাই পাবেন তিনি। এরপর তিনি নাম লেখাতে চান লা লিগার সফলতম দল রিয়াল মাদ্রিদে।

গত মৌসুমে এমবাপ্পের কাছে ধোঁকা খাওয়া রিয়ালও আগামী মৌসুমে তাকে বিনামূল্যে দলে ভেড়ানোর জন্য অপেক্ষা করছিল। তাই এমবাপ্পের জন্য কোন প্রস্তাব দেয়নি লা লিগার ক্লাবটি।

এমবাপ্পে চুক্তি নবায়ন না করার বিষয়টি জানানোর পর তাকে ছাড়াই এশিয়ায় প্রাক-মৌসুম সফর সেরে আসে পিএসজি। সে সময়েই সৌদি ক্লাব আল-হিলাল এমবাপ্পেকে দলে ভেড়াতে পিএসজির কাছে প্রস্তাব নিয়ে আসে। কিন্তু আল-হিলালে যোগ দেওয়া তো দূরের কথা, ক্লাবটির কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতেও রাজি হননি এমবাপ্পে।

এই ঘটনার পরেই এমবাপ্পের বিষয়ে কঠোর সিদ্ধান্ত নেয় পিএসজি। এই সুপারস্টারকে পাঠিয়ে দেয়া হয় বি টিমের অনুশীলনে। মূল দল থেকে বিশেষ কারণে আলাদা করে ফেলা খেলোয়াড়দের জায়গা দেওয়া হয় সেখানে। সাধারণত এই স্কোয়াডে স্বল্প বেতনের খেলোয়াড়দের রাখা হয়, যারা প্রত্যাশা অনুযায়ী পারফর্ম করতে পারে না কিংবা যাদের ক্লাব প্রয়োজনীয় খেলোয়াড় বলে মনে করে না।

এই স্কোয়াডে অবশ্য বেশিদিন এমবাপ্পেকে রাখতে পারেনি পিএসজি। লিগের প্রথম ম্যাচেই এমবাপ্পে ও নেইমারকে ছাড়া খেলতে নেমে লরিয়েন্তের সঙ্গে ড্র করে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে লিগ ওয়ানের চ্যাম্পিয়নরা। বাধ্য হয়ে এমবাপ্পেকে মূল দলে ফিরিয়ে আনে পিএসজি। টুলুসের বিপক্ষে প্রত্যাবর্তনের ম্যাচে গোল করেন তিনি। ওই ম্যাচেও ১-১ গোলে ড্র করে প্যারিস জায়ান্টরা।

সবার জন্য খোলা রয়েছে বিশ্বকাপের দরজা:

কেন বললেন রোহিত?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শ্রীলঙ্কার মাটিতে এশিয়া কাপ খেলবে ভারত। তারপর দেশের মাটিতে এক দিনের বিশ্বকাপ। অথচ এশিয়া কাপের ১৭ জনের দলে একমাত্র বিশেষজ্ঞ স্পিনার কুলদীপ যাদব। যুজবেন্দ্র চহাল এবং রবিচন্দ্রন অশ্বিনের মধ্যে কাউকে রাখা হয়নি। তা হলে কি বিশ্বকাপের দলেও তাদের জায়গা হবে না? অধিনায়ক রোহিত শর্মা অবশ্য বলছেন, বিশ্বকাপের দরজা এখনও সবার জন্য খোলা রয়েছে।

এশিয়া কাপের দল ঘোষণার পর রোহিত এবং প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকর বলেছেন, চহাল-অশ্বিনদের নিয়ে আলোচনা হলেও নেওয়া যায়নি। দলের ব্যাটিং গভীরতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন তারা। রোহিত বলেছেন, 'দলে একজন অফ স্পিনার রাখার জন্য আমরা অনেক আলোচনা করেছি। কিন্তু রাখা যায়নি। আমরা আট বা নয় নম্বর পর্যন্ত এমন ক্রিকেটারদের চাই, যারা ব্যাট করতে পারে।'

তিনি আরও বলেছেন, 'অশ্বিন এবং চহালকে নিয়ে কম আলোচনা হয়নি আমাদের। কিন্তু ১৭ জনের বেশি নেওয়ার সুযোগ নেই। ওদের কাউকে নিতে হলে একজন পেস বোলারকে বাদ দিতে হত। কিন্তু সেটা করা কঠিন। কারণ আগামী দু'মাস পেস বোলারেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। আমাদের কতগুলো ম্যাচ খেলতে হবে, সেই হিসাব করা হয়েছে। একাধিক পেসার দীর্ঘ দিন পর আন্তর্জাতিক পর্যায় ফিরছে। তাই ওদের সবাইকে আমরা দেখে নিতে চাইছি।'

রোহিতের কথায় এশিয়া কাপের দলে কেউ নেই মানে সে বিশ্বকাপের দলেও থাকবে না, এমন নয়। কারণ ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিশ্বকাপের দলে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করার সুযোগ থাকবে। বিশ্বকাপের চূড়ান্ত দল ঘোষণার আগে হাতে কিছুটা সময় রয়েছে। রোহিত বলেছেন, 'কারও জন্যই বিশ্বকাপের দরজা বন্ধ হয়ে যায়নি। যে কোনও সময় যে কেউ দলে ঢুকতে পারে। চহাল সম্প্রতি যথেষ্ট সাদা বলের ক্রিকেট খেলেছে। আমাদের যদি মনে হয়, ওকে বিশ্বকাপে প্রয়োজন তা হলেই ডাকা হবে। আমাদের দেখতে হবে কী ভাবে ওর সেরাটা পাওয়া যেতে পারে। একই কথা প্রযোজ্য অশ্বিনের ক্ষেত্রেও। এই মুহূর্তে সবার বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ রয়েছে।'

ভারত বিশ্বকাপ: বাংলাদেশকে

সেমিতে দেখছেন ম্যাককালাম

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : স্বাগতিক দেশ এবং শক্তির বিচারে স্বাভাবিকভাবেই এবারের বিশ্বকাপে ফেভারিট ভারত। ঘরের মাঠের সুবিধা কাজে লাগিয়ে আইসিসি ট্রফি খরা কাটাতে চাইবে রোহিত শর্মার দল। সে সাথে ইনজুরি কাটিয়ে আসা জাসপ্রীত বুমরাহ হুমকি হতে পারে যে কোনো প্রতিপক্ষের।

ভারত বিশ্বকাপ ঘিরে বড় পরিকল্পনা করছে বাংলাদেশও। অন্তত সেমি ফাইনালে খেলার ইচ্ছার কথা একাধিক বাংলাদেশি ক্রিকেটারের মুখে শোনা গেছে। তাছাড়া ক্রিকেট বিশ্লেষকরাও বাংলাদেশের সম্ভাবনা দেখছেন। এই যেমন ব্রেন্ডন ম্যাককালামের চোখেও বাংলাদেশ সেমিতে খেলার যোগ্যতা রাখে।

টাইমস অব ইণ্ডিয়াকে ম্যাককালাম বলেন, 'আমার মনে হয় ভারত খুব শক্তিশালী দল। সেই জায়গা থেকে বুমরাহর প্রত্যাবর্তন অনেকটাই ভালো খবর ভারতের জন্য। বুমরাহ অনেক অভিজ্ঞ বোলার। ও জানে কঠিন পরিস্থিতিতে কেমন ভাবে বল করতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় দলে ওর ফিরে আসা দল হিসেবে ভারতকে অনেক শক্তিশালী করে তুলবে। আইপিএলের সাহায্যে ভারত অনেক নতুন প্রতিভা পেয়েছে। আশা করি টুর্নামেন্টের শেষ পর্যন্ত ভারত নিজেদের টিকিয়ে রাখতে পারবে।'

তিনি বলেন, 'এই বিশ্বকাপের শেষ চারটি দল বাছাই করা খুব কঠিন। সেই দিক থেকে ভারত প্রথমে থাকবে এরপর অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ডেরও ভালো সুযোগ আছে। অন্যদিকে বাংলাদেশও এর থেকে পিছিয়ে নেই। এই বিশ্বকাপ সবার কাছে উন্মুক্ত। যে দলগুলো ভালো করে টুর্নামেন্ট শুরু করবে তারাই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবে।'

নিষিদ্ধ সেই শা'কারি

এখন বিশ্বের দ্রুততম মানবী

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ২০২১ সালের টোকিও অলিম্পিক গেমসের আগে ইউএস ট্রায়ালে মেয়েদের ১০০ মিটারে জিতে বিশ্বের নজর কাড়েন শা'কারি রিচার্ডসন। ধারণা করা হচ্ছিল, বড় কিছু করতে যাচ্ছেন এই আমেরিকান স্প্রিন্টার। কিন্তু গাজা সেবনে আকস্মিকভাবে নিষিদ্ধ হন। ডোপ টেস্টে তার শরীরে গাঁজার নমুনা পাওয়া যায়।

একমাস নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে আর টোকিওতে যাওয়া হয়নি শা'কারির। মায়ের মৃত্যু শোকে গাঁজা সেবনের কথা স্বীকার করেন তিনি। তবে হাল ছাড়েননি। নিজেকে তৈরি করেন বড় মঞ্চের জন্য। যার ফল পেলেন বিশ্ব অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপসে।

সোমবার (২১ আগস্ট) হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে ৯ নম্বর লেনে দৌড় শুরু করেন ২৩ বছর বয়সী শা'কারি। জ্যামাইকান দুই স্প্রিন্টার শেরিকা জ্যাকসন ও শেলি অ্যান ফ্রেজার-প্রাইসকে ফিনিশিং লাইনের কয়েক মিটার দূর থেকে পেছনে ফেলেন।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপসে রেকর্ড ১০ দশমিক ৬৫ সেকেন্ড টাইমিং গড়ে হন বিশ্বের দ্রুততম মানবী। টোকিওতে স্বর্ণজয়ী ফ্রেজার-প্রাইস ১০.৭৭ সেকেন্ড সময়ে দৌড় শেষ করে তৃতীয় হন, জেতেন ব্রোঞ্জ। জ্যাকসন ১০.৭২ সেকেন্ডে অর্জন করেন রৌপ্য।

ইউরো স্পোর্টকে শা'কারি বলেন, 'আমার অবাক লাগছে। মনে হচ্ছে পরিশ্রমের ফল পেলাম। আমি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলাম। এই মৌসুমে আমার বিশ্বাসের জায়গাটা শক্ত রেখেছিলাম। জানতাম অনুশীলন যে কাউকে সামনে এগিয়ে নেয়। আমি কৃতজ্ঞ।'

শা'কারি আরো বলেন, আমি কখনো হাল ছেড়ে দেয় না। আমি বলব, সবসময় লড়াই করুন, যাই হোক না কেন, লড়াই করুন। সফলতা একসময় ধরা দেবে। এটা নিশ্চিত।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR